যায়যায়দিন

তারিখ 12 JAN 2007 পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

ড. রহমান হাবিব

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সৃজনশীলতার সঙ্কট

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক পর্ব থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্ব পর্যন্ত সৃজনশীলতার সঙ্কট বিদ্যমান। বাংলা মিডিয়াম, ইংরেজি মিডিয়াম এবং মাদ্রাসা শিক্ষার এ ত্রিবিধ ধারার কারণে যেমন সম্মিলিত প্রাজ্ঞতার সঙ্কট আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় রয়েছে, তেমনি বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠ্য বিষয়গুলোর কন্টেন্টসের অপ্রতুলতার কারণেও সে সঙ্কট বিদ্যমান। শিক্ষার কারিকুলাম ও সিলেবাসে যেমন ঘাটতি রয়েছে, তেমনি যোগ্যতম শিক্ষকের অভাবেও শিক্ষা সৃজনশীলতার পর্যায়ে উপনীত হতে পারছে না।

প্রাথমিক পর্বের শিক্ষায় যদি ইংরেজি ও বাংলা ব্যাকরণের কথা বিবেচনা করি তাহলে দেখবো, সেখানে মুখস্থমুখী ব্যাকরণ শিক্ষা বিদ্যমান। মাধ্যমিক ও উচ্চ পর্যায়েও এর ব্যতিক্রম দেখি না। অথচ দক্ষ ব্যাকরণ শিক্ষকের মাধ্যমে বাংলা ও ইংরেজি ব্যাকরণকে ভীতিমুক্তভাবে প্রায়োগিক (applied) পরিপ্রেক্ষিত থেকে শিক্ষা দিতে পারলে উভয় ব্যাকরণ শিক্ষা অধিকতর কার্যকর হবে বলে আমি মনে করি। তখন বিএ/এমএ পাস করেও একজন আর ভুল দরখাস্ত তো লিখবেই না, বরং শুধু বাংলা এবং ইংরেজি শিখতে সক্ষম হবে। এজন্য কার্যকর শিক্ষক প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি স্কুল ও কলেজে হেডমাস্টার ও প্রিন্সিপালের নেতৃত্বে শিক্ষকরা কি পদ্ধতিতে শেখাচ্ছেন সেটির গভীর অরিয়েন্টেশন জরুরি বলে আমি মনে করি।

স্কুল ও কলেজের সমাজবিজ্ঞান, পৌরনীতি, অর্থনীতি, সমাজকল্যাণ, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে মুখস্থমুখী শিক্ষা না দিয়ে জীবনের বাস্তবতার ঘটনাক্রম বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রায়োগিক ভঙ্গি থেকে বিষয়গুলো শিক্ষা দেয়া যেতে পারে। একটি প্রশ্নোত্তরের জন্য কোনো বিষয়েই পনেরো বা বিশ নাম্বারের (বাংলা, ইংরেজি, ভূগোলসহ) উত্তর লিখতে দেয়া উচিত নয়, বরং ৫ নাম্বারের প্রশ্নোত্তর হতে পারে যাতে শিক্ষার্থীরা মুখস্থ না করে সৃজনশীলভাবে তা উত্তর করতে পারে। নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি (multiple Choice system) বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার মানকে অনেক নিম্নগামী করে ফেলেছে বলে আমি মনে করি। টিক চিহ্ন পদ্ধতি অবিলম্ব বাতিল করে প্রতিটি প্রশ্নোত্তরের জন্য ৫ নাম্বারের সৃষ্টিশীল ও উদ্ভাবনী উত্তর লিখতে পারার পদ্ধতি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় চালু করার প্রস্তাব আমি পেশ করছি। ইংরেজি অথবা বাংলায় বিশ নাম্বারের রচনা অথবা সমাজ, পৌরনীতি, ইতিহাসে, সমাজকল্যাণ ১৫/২০ নাম্বারের বিশাল উত্তর মুখস্থ না করে ১০০ নাম্বারের উত্তর করার জন্য ২০টি ৫ নাম্বারের উত্তর করার পদ্ধতি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় চালু করলে শিক্ষার্থীরা মুখস্থমুখী না হয়ে নিজের ভাষায় সৃজনশীলভাবে উত্তর লিখতে সমর্থ হবে। অধিকন্তু আত্মহৃদয়ঙ্গম করার এবং আত্মপ্রকাশ করার শক্তি শিক্ষার্থীদের সৃষ্টি হবে বলে আমি মনে করি। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজিকে communicative না করে বরং traditional বা Structural এবং communicative এর সমন্বয়ে একটি ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে বলে আমি মনে করি। ইংরেজি যাতে শিক্ষার্থীরা নিজে শুদ্ধ বাক্য গঠন করে লিখতে পারে, হোক সেটি ছোট ছোট বাক্য সেই পদ্ধতিতে ৫ নাম্বারের উত্তর লিখতে পারার যোগ্যতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে। যাতে সর্বমোট তারা ১৬টি প্রশ্নোত্তর করে বাকি ২০ নাম্বারের জন্য হয়তো পিউর ব্যাকরণ থাকলো। এ পদ্ধতিতে ইংরেজি শিক্ষাকে বিন্যস্ত করার জন্য সরকারকে প্রস্তাব করছি যাতে শিক্ষার্থীরা ভুল বাংলা এবং ভুল ইংরেজি না শিখে বরং শুদ্ধ বাংলা ও ইংরেজি লিখতে সক্ষম হয়। দেশে ও বিদেশে বাস্তব প্রয়োজনে যাতে তারা ভালো বাংলা ও ইংরেজি লিখে তাদের কর্মক্ষেত্রে যোগ্য হিসেবে প্রতিফলিত করতে পারে।

বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন এবং সাহিত্য স্কুল এবং কলেজ পর্যায়ে বাঙালির সমাজ, ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্যের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে বিবর্তনের রূপরেখাকে জাতিগত উৎসর্ষ ও প্রজ্ঞার সংমিশ্রণে শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। বাঙালির ইতিহাসের, দর্শনের, সমাজবিজ্ঞানের এবং সাহিত্যের প্রধানতম অর্জনের মৌল বিষয়াবলীকে বিশ্ব ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান ও সাহিত্যের তুলনামূলকতার প্রেক্ষাপটে আমাদের বিষয়গুলো কিভাবে অধিকতর শ্রেষ্ঠ তা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স-মাস্টার্স পর্যায়ে পর্যবেক্ষণশীল ও সৃজনশীলভাবে শিক্ষা দেয়া উচিত বলে আমি মনে করি। সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতি, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়কে একটি বৃহত্তর মানবকল্যাণময়তা ও প্রাজ্ঞতার সংমিশ্রণে অর্থাৎ দার্শনিক প্রণোদনায় (Philosophical approach) শিক্ষার্থীদের মনোজগতে প্রবেশ করাতে হবে বলে আমি প্রবলভাবে মনে করি।

প্রাথমিক পর্বের ধর্ম শিক্ষায় পৃথিবীর সব ধর্মের উদারতামূলক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সহজ উপস্থাপন সিলেবাসে থাকতে পারে; মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে তা আরো ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করানো যেতে পারে। বিভিন্ন ধর্মের ধর্মপ্রণেতাসহ, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, সমাজ-অর্থনীতিবিদদের মানবিকতার শিক্ষা ধর্মপুস্তকে সন্নিবেশিত থাকতে পারে। যাতে শিক্ষার্থীরা তার নিজের ধর্মের প্রতি গোড়া ও কুসংস্কারাচ্ছন্নভাবে গড়ে না ওঠে; প্রতিটি ধর্ম এবং মূলত মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রবণভাবে বেড়ে উঠতে পারে তবেই বিশ্বের মুসলিম-ইহুদি-খৃস্ট দ্বন্দ্ব এবং ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম সঙ্কট প্রশমিত হয়ে ধর্মের ক্ষেত্রে মানবতার সুবাতাস প্রবাহিত হতে পারে বলে আমার মনে হয়।

ইংরেজি মিডিয়াম, মাদ্রাসা শিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষা- এই তিন category-কে ভেঙে একটি প্যাটার্নে শিক্ষাব্যবস্থাকে সাজাতে হবে। English medium শিক্ষায় পাশ্চাত্য সাহিত্য ইতিহাসের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়; অথচ স্বদেশের সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শনের ঐতিহ্যকে প্রধানতমভাবে দেশপ্রেমিকসুলভ দৃষ্টিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথমে শিক্ষা দিয়ে অতঃপর বিশ্বজ্ঞান-শৃঙ্খলার উৎকর্ষপূর্ণ বিষয়াবলীকে শিক্ষা দিতে হবে।

বেসরকারি বা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিজ্ঞান, বিবিএ প্রভৃতি শিক্ষাকে দেশের বিজ্ঞান ও অর্থনীতি উন্নয়ন মডেলের সঙ্গে সমীকৃত করে নতুন প্রণোদনায় শিক্ষাকে সুব্যবস্থিত করতে হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের visiting teacher পদ্ধতির বদলে স্থায়ী শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ঢাকা বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শিক্ষা-ব্যণিজ্য করতে না পারে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার বাণিজ্য চালু হয়েছে- তা না করে তাদের বেতন ও শিক্ষা খরচ কমিয়ে তা নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের পড়ার মতো খরচের মধ্যে আনতে হবে।

কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েই বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও দর্শন পাঠ্যভুক্ত নেই। পঞ্চাশের অধিক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি বাঙালির সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন, ইতিহাস বিষয়ক কোর্স চালু করার প্রস্তাব করছি। কারণ শিক্ষার্থীরা যদি বাঙালির সাহিত্যিক, ঐতিহ্যিক, দার্শনিক-সাংস্কৃতিক-ইতিহাসগত শক্তি সম্পর্কে জানতে না পারে, তবে বিশ্বের দরবারে বাঙালির কোন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার স্পর্ধা নিয়ে দাড়াবে? সেজন্য উপযুক্ত বিষয়গুলো অবশ্যই পাঠ্য হওয়া উচিত। Oxford, Cambridge-সহ পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের সংস্কৃতি-সাহিত্য সমাজ ও দর্শন বিষয়ক কোর্স তাদের জন্য অবশ্য পাঠ্য- এ বিষয়টি আমাদের মনে রাখতে হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর ফান্ড দেয়ার মাধ্যমে প্রায়োগিক উন্নয়নগতভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষি পর্যায়ের উচ্চ শিক্ষাকে মৎস্য, গবাদিপশু এবং ফসল চাষের ব্যাপারে যারা ডিগ্রি নেবেন তারা যাতে গ্রামোন্নয়নে ভূমিক রাখতে পারে সে ধরনের প্রায়োগিক বিদ্যায় তাদের পারদর্শী করে তুলতে হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষায় শুধু ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষা নয়; বরং অন্য ধর্মের মৌল বিষয়গুলোও শেখাতে হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক উদারতা সৃষ্টি করার জন্য। মাদ্রাসার পাঠ্যসূচিতে বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, প্রযুক্তি-প্রায়োগিকতার গুরুত্ব দিয়ে শেখাতে হবে বলে আমি মনে করি। সংস্কৃতি কোর্সের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যাতে মানবিক, উদার, পরসেবাব্রতী ও মহৎ উদ্দেশ্যপ্রবণ দেশপ্রেমিক হিসেবে শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে তেমন ধরনের শিক্ষা সিলেবাসে যেমন অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তেমনি শিক্ষক ব্যক্তিত্বদেরও উচিত যাতে তাদের আচরণ ও মহত্ত্ব দেখে শিক্ষার্থীরা সংস্কৃতিবোধের মহত্ত্ব শিখতে পারে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তক লিখতে হবে। যোগ্য লেখকরাই যাতে বই লেখার দায়িত্ব পেতে পারেন দল-মত নির্বিশেষে সরকারকে তা নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের জন্য পরম দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো, জাতীয় প্রচার মাধ্যম বাংলাদেশ টেলিভিশনে নোট বইয়ের বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। নোট বইয়ের প্রচলন কঠিন আইন করে বন্ধ করে উন্নতমানের রেফারেন্স বইয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগী করে তুলতে হবে। কোচিং বাণিজ্য অবশ্যম্ভাবীরূপে বন্ধ করতে হবে। শিক্ষকদের এমন সম্মানজনক বেতন দিতে হবে যাতে তারা নোট লেখা ও কোচিং ও টিউশনি করানো থেকে বিরত থাকতে পারে।

বাঙালি জাতিকে উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও স্পর্ধিত বিশ্বব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাঙ্গনে মূল রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতি বন্ধ করতে হবে এবং শিক্ষা রাজনীতিও শুধু শিক্ষক-শিক্ষার্থীর উন্নয়ন, মেধাবী-গবেষণা সৃষ্টির প্রতি নিবদ্ধ থাকতে হবে। শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতির নেতিবাচকতাকে উপড়ে ফেলতে পারলেই শিক্ষাঙ্গন সৃজনশীলতায় মুখর হয়ে উঠবে।

লেখক : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক